অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : নাহূম

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : নাহূম

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

ইল্‌কোশীয় নাহূম নবীর নাম অনুসারে কিতাবটির নাম-করণ করা হয়েছে। তাঁর নামের অর্থ "সান্ত্বনা"। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন যে, নিনেভে নগরী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এহুদা সান্ত্বনা লাভ করবে। ইলকোশের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় না। যদিও সময় এবং এহুদার উল্লেখ (১:১৫) অনুসারে মনে করা হয় যে, সম্ভবত নাহূম এহুদায় বাস করতেন।

সময়কাল

সুবিখ্যাত ঘটনা হিসেবে থিব্‌সের পতনের বিষয়টি নাহূম উল্লেখ করেছেন (৩:৮-১০)। আশেরিয়ার বাদশাহ্ আশূরবানিপাল ৬৬৪/৬৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নগরটি দখল করে নেন। নাহূম ভবিষ্যতের ঘটনাস্বরূপ আশেরিয়ার রাজধানী নিনেভের পতনের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। মাদীয় এবং ব্যাবিলনীয়দের যৌথ শক্তির কাছে নিনেভের পতন ঘটে ৬১২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে (২:৩-৪ আয়াত দেখুন এবং উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। এই কারণে কিতাবটি ৬৬৪/৬৬৩ খ্রীষ্টপূর্ব এং ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মধ্যে লিখিত হয়েছিল।

এই সময়ের পরিধি আরও কম হতে পারে। নাহূম কিতাব ইঙ্গিত দেয় যে, নিনেভে (আশেরিয়া) তখনও তার সর্বোচ্চ বা কাছাকাছি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল (১:১২; ২:১১-১৩; ৩:১,৪) এবং তখনও এহুদা আশেরীয়দের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল (যেখান থেকে আল্লাহ্ তাদের মুক্ত করবেন; ১:১২-১৩, ১৫; ২:২)। আশেরিয়া ৬৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তার ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। এর পর থেকে আশেরিয়া দুর্বল হতে থাকে এবং আশেরিয়ার মহান সম্রাট আশূরবানিপালের (৬৬৯-৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মৃত্যুর পর দ্রুত ক্ষমতা হ্রাস পায়।

অধিকন্তু, এহুদার বাদশাহ্ ইউসিয়া (৬৪০-৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁর রাজত্বের বারো বছরে ধর্মী সংস্কারের কাজ শুরু করেন (৬২৮/৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; তুলনা করুন ২ খান্দান ৩৪:৩)। এই সময় সম্রাট আশূরবানিপাল মারা যান।

এহুদার সীমার বাইরে ইউসিয়ার সংস্কার কাজের প্রচেষ্টা (২ খান্দান ৩৪:৬-৭) সম্ভবত এই ইঙ্গিত দেয় যে, এহুদার উপর এবং প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর উপর আশেরিয়ার নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

যদি এই সময়গুলো বিবেচনায় আনা হয়, তাহলে মনে করা যেতে পারে যে, নাহূম কিতাব ৬৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে এবং ৬৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে লেখা হয়েছিল।

বিষয়বস্তু

আশেরিয়া সাম্রাজ্যের মহা শক্তিধর রাজধানী নিনেভে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

নাহূম ছিলেন আল্লাহ্‌র সংবাদদাতা, যিনি নিনেভের পতন এবং আশেরিয়ার সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন। মাবুদের কাছ থেকে আসন্ন শাস্তি ছিল ইদোম সম্পর্কে ওবদিয়ার বাণীর মত অনিবার্য এবং অপরিবর্তনীয়।

নাহূমের কিতাবে একটি পরিণতি রয়েছে এবং ইউনুস কিতাবের সঙ্গে এর নাটকীয় পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবত খ্রী.পূ. অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাঝে মাঝে নাহূম নিনেভে কাজ করেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, নিনেভের দুষ্টতার কারণে বিশাল এই নগরীর উপরে আল্লাহ্‌র শাস্তি ঝুলে আছে। এই সংবাদ ইউনুসকে আতঙ্কিত করেছিল, নিনেভের অধিবাসীরা এই সংবাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল, তারা মন পরিবর্তন করেছিল এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছিল।

তা সত্ত্বেও এই মন পরিবর্তন ৭৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বেশি স্থায়ী হয় নি। সে সময় ৩য় তিগ্লৎ-পিলেষর (৭৪৫-৭২৮/৭২৭ খ্রী.পূ.) মধ্য প্রাচ্যে তাঁর লোকদের সামরিক ক্ষমতায় চালিত করেছিলেন। বিশাল আশেরিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রক্তপাত এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার, ধ্বংস, লুণ্ঠন এবং নির্বাসনের দ্বারা, যা ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা যায়। বিভিন্ন সামরিক অভিযানের পর তিগ্লৎ-পিলেষর আনুগত্য স্বীকার করা বিভিন্ন রাজ্য, সামন্ত রাজ্য এবং উত্তর রাজ্য (ইসরাইল আশেরিয়া কর্তৃক আয়তন হ্রাস পেয়েছিল) এবং দক্ষিণ রাজ্য এহুদাকে অন্তর্ভুক্ত করে তার সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রকে আরও অনেক বিস্তৃত করেছিলেন। সফল এই শাসক তাঁর সাম্রাজ্য চালিয়েছিলেন এবং ব্যাপক বিস্তার সাধন করেছিলেন। ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয় সাম্রাজ্যের কাছে ইসরাইলের উত্তর রাজ্য সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

সনহেরীব (রাজত্বকাল ৭০৪-৬৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নিনেভেকে তাঁর রাজ্যের রাজধানী করেছিলেন (৭ম শতাব্দী)। অট্টালিকা নির্মাণের শক্তিশালী কার্যক্রমের সাথে জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, পানি সরবরাহ এবং পানি নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেই সাথে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল যা বিস্তৃত শহরটিকে বেষ্টন করেছিল। ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিনেভে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই শহরটি পরবর্তী সময় আর পুনঃনির্মিত না হওয়া ছিল আশেরিয়া সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটার চিহ্ন। আশেরীয়দের একটি ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ শহর থেকে নিজেদের মুক্ত করে হারোণে পালিয়ে গিয়েছিল এবং ২য়

আশূর-ইদবালিতকে আশেরীয় বাদশাহ্ করেছিল। যদিও ৬১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় এবং সম্মিলিত বাহিনীর কাছে হারোণের পতন ঘটেছিল। আশূর-ইদবালিত পিছু হটে যান, কিন্তু ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিসরের সাহায্যে তিনি হারোণ পুনর্দখল করার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং আশূর-ইদবালিত এবং আশেরীয়রা ইতিহাস থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

- নাহূম ঘোষণা করেছেন যে, মাবুদ সহজে রাগ করেন না এবং তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু, ভালবাসায় পূর্ণ আল্লাহ্ (তাঁর নিজ সম্মানের জন্য এবং তাঁর লোকদের জন্য), ক্রোধে পূর্ণ এবং প্রতিফলদাতা (তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে), তিনি এমন একজন তিনি জাতিদের এবং ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেন, ন্যায়বান, ধার্মিক, প্রকৃতির রাজোচিত শাসক, দয়ালু, ক্ষমাশীল, করুণাময়, স্নেহশীল, বিশ্বস্ত এবং যারা তাঁর উপর নির্ভর করে তিনি তাদের উদ্ধারকর্তা এবং রক্ষক।
- আল্লাহ্ আশেরিয়াকে ইসরাইলের অবিশ্বস্ততার কারণে তাঁর চাবুক হিসেবে ব্যবহার করেছেন (ইসরাইলের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় রাজ্য), কিন্তু তিনি আশেরিয়ার উপর ন্যায্য শাস্তি প্রদান করেছেন তাঁর নিরূপিত সময় ও বিধান অনুযায়ী।
- নিনেভের পতন ঘটেছিল এই কারণে নয় যে, নিনেভে অত্যন্ত বিশাল, ধনশালী ও পরজাতীয়দের ব্যবসায়িক শহর ছিল। কিন্তু নিনেভের পতন ঘটেছিল নাস্তিক এবং প্রতিমা পূজাকারী শহর, হিংস্র, কামপ্রবৃত্তি এবং লোভ ও পেটুকতার শহর হওয়ার জন্য।
- যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয় (১:৭), ইতিহাসের মাবুদ হলেন তাদের আশ্রয় দুর্গ। তিনি তাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে কোন এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। তিনি আশেরিয়ার চেয়ে আরও অধিক ক্ষমতাশালী ও শক্তিশালীকেও পরাজিত করেন। অবশেষে তিনি তাঁর নিজ নাজাত এবং সমর্থন দান করবেন।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

যদিও আল্লাহ্ একগুঁয়ে দক্ষিণ রাজ্যকে আশেরীয়দের ব্যবহার করে শাস্তির মাধ্যমে সংশোধন করেছেন, কিন্তু তিনি এহুদাকে ধ্বংস হতে অনুমতি দেন নি। দাউদের বংশ থেকে মসীহের আগমন, যা আল্লাহ্র পরিকল্পনা, তা ব্যর্থ হবে না। এহুদার ধর্মীয় উৎসব, যা আল্লাহ্ পালন করার জন্য উৎসাহিত করেন (১:১৫), তা ভবিষ্যতের নাজাতদাতার বিষয়ে মনে করিয়ে দেয়।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত নাহূম কিতাবে সম্পূর্ণভাবে বিচারের দৈববাণী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নাজাত কিংবা রহমতের কোন দৈববাণী এখানে নেই। যদিও এহুদার ভবিষ্যৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। কিতাবের দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিদ্রূপ, দুর্দশার ঘোষণা (কখনো কখনো বলা হয়েছে "দুর্দশার সূত্র") এবং ধ্বংসের সুস্পষ্ট বর্ণনা। অন্যভাবে বলা যায় নাহূম কিতাব হল বিদ্রূপের বর্ণনামূলক কিতাব। যেহেতু বর্ণনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে সামরিক বিষয়টি উপমা এবং প্রধান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে (পবিত্র বীর যোদ্ধা স্বরূপ আল্লাহ্র বর্ণনা), তাই নাহূম কিতাবটি একটি যুদ্ধ গাঁথা বা বীরত্ব গাঁথা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দুই ভাগের সাধারণ পরিকল্পনা নিয়ে নাহূম কিতাব রচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি হল যুদ্ধক্ষেত্রের ভূমিকা। ২-৩ অধ্যায় প্রথম দৃশ্য থেকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তর। নিনেভের বিরুদ্ধে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীর ধারাবাহিকতা স্বরূপ বর্ণনা এবং তার ধ্বংসের সুস্পষ্ট চিত্র এমনভাবে বর্ণা করা হয়েছে যেন এটি কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।

নাহূমের সময়কার মধ্যপ্রাচ্য

৬৬০-৬১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

নাহূম সম্ভবত ৬৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়া সম্রাজ্যের ক্ষমতার মধ্যাহ্ন বেলায় এবং ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিনেভের পতনের মধ্যবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট কিছু সময় নবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় আশেরীয় সাম্রাজ্য মিসরের মত শক্তিহীন হয়ে পড়ে, এহুদায় ব্যাবিলন (মাদিয়ানীয়দের সাহায্য নিয়ে) স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালায় এবং আশেরিয়ার ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকে। নাহূম ক্ষমতাশালী আশেরিয়ার রাজধানী নিনেভের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

প্রধান আয়াত: "মাবুদ মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি দুর্গ; আর যারা তাঁর আশ্রয় নেয়, তিনি তাদেরকে জানেন। কিন্তু তিনি প্লাবনকারী বন্যা দ্বারা সেই স্থান সংহার করবেন এবং তাঁর দুশমনদেরকে অন্ধকারে বিতাড়িত করবেন। তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে কি চিন্তা করছো? তিনি একেবারে শেষ করবেন, দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হবে না" (১:৭-৯)।

প্রধান প্রধান স্থান: নিনেভে

কিতাবটির রূপরেখা:

১) বিচারক হিসাবে আল্লাহ্ কেমন (১:১-৮ আয়াত)
২) নিনেভের সর্বনাশের নিশ্চয়তা (১:৯-১৫ আয়াত)
৩) নিনেভে আক্রমণের বর্ণনা (২ অধ্যায়)
৪) শহর ধ্বংস করবার জন্য আল্লাহ্র সংকল্প (৩ অধ্যায়)

দুশমনদের প্রতি আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার

১ ১ নিনেভে-বিষয়ক দৈববাণী। ইল্‌কোশীয় নাহূমের দর্শন-কিতাব।
২ মাবুদ স্বগৌরব-রক্ষণে উদ্যোগী আল্লাহ্‌,
তিনি প্রতিফলদাতা; মাবুদ প্রতিফলদাতা ও ক্রোধশালী;
মাবুদ তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিফল দেন,
আপন দুশমনদের জন্য ক্রোধ সঞ্চয় করেন।
৩ মাবুদ ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান
এবং তিনি অবশ্য গুনাহ্‌র দণ্ড দেন;
ঘূর্ণিবাতাস ও ঝড় মাবুদের পথ,
মেঘ তাঁর পদধূলি।
৪ তিনি সমুদ্রকে তিরস্কার করেন, শুকিয়ে ফেলেন,
নদ-নদীগুলো পানিশূন্য করেন;
বাশন ও কর্মিল ম্লান হয়,
আর লেবাননের পুষ্প ম্লান হয়।
৫ তাঁর ভয়ে পর্বতমালা কাঁপে,
উপপর্বতগুলো গলে যায়
এবং তাঁর সম্মুখ থেকে দুনিয়া, দুনিয়া ও
সেখানকার অধিবাসী সকলে কেঁপে ওঠে।
৬ তাঁর ক্রোধের সম্মুখে কে দাঁড়াতে পারে?
তাঁর কোপের প্রদাহে কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?
তাঁর ক্রোধ আগুনের মত ধাবমান হয়,
তাঁর দ্বারা শৈলগুলো বিদীর্ণ হয়।
৭ মাবুদ মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি দুর্গ;
আর যারা তাঁর আশ্রয় নেয়, তিনি তাদেরকে জানেন।
৮ কিন্তু তিনি প্লাবনকারী বন্যা দ্বারা
সেই স্থান সংহার করবেন এবং
তাঁর দুশমনদেরকে অন্ধকারে বিতাড়িত করবেন।
৯ তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে কি চিন্তা করছো?
তিনি একেবারে শেষ করবেন,
দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হবে না।
১০ কেননা, কাঁটার মত জড়িত থাকলে ও
মদ্যপানে মাতাল হলেও,
তারা শুকনো খড়ের মত নিঃশেষে আগুনে পুড়ে যাবে।
১১ হে নিনেভে, এক জন তোমা থেকে উৎপন্ন হয়েছে,
যে মাবুদের বিরুদ্ধে কুকল্পনা করছে,
যে পাষণ্ডতায় মন্ত্রণা দেয়।

[১:১] ইশা ১৩:১; ১৯:১; ইয়ার ২৩:৩৩-৩৪।
[১:২] পয়দা ৪:২৪; দ্বি:বি ৩২:৪১; জবুর ৯৪:১।
[১:৩] নহি ৯:১৭।
[১:৪] ২শামু ২২:১৬।
[১:৫] হিজ ১৯:১৮; আইউ ৯:৬।
[১:৬] জবুর ১৩০:৩।
[১:৭] ইয়ার ৩৩:১১।
[১:৮] ইশা ৮:৭; দানি ৯:২৬।
[১:৯] হোশেয় ৭:১৫।
[১:১০] ২শামু ২৩:৬।

১:১ কিতাবের শিরোনাম। *দর্শন।* দেখুন ইশা ১৩:১; হাবা ১:১ আয়াত ও নোট। *নিনেভে।* দেখুন ভূমিকা: পটভূমি; এর সাথে দেখুন ইউনুস ১:২; ৩:৩ আয়াতের নোট। এখানে আশেরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী নিনেভে সম্পর্কে বলা হয়েছে। *দর্শন পেয়েছিলেন।* দেখুন মেসাল ২৯:১৮; ইশা ১:১; ওবদিয়া ১ আয়াত ও নোট দেখুন। *ইল্‌কোশ গ্রামের নাহূম।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা।

১:২-৩ এখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র নিয়মের নাম ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ এর উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (দেখুন পয়দা ২:৪; হিজ ৩:১৪-১৫; ৬:৬; দ্বি.বি. ২৮:৫৮ আয়াত)।

১:২ তিনি রাগে পরিপূর্ণ। দেখুন হিজ ২০:৫ আয়াতের নোট। *তাঁর পাওনা ... চান ও প্রতিফল দেন ... প্রতিশোধ নেন।* আল্লাহ্‌ তাঁর ও তাঁর রাজ্যের বিরোধী সমস্ত মানুষের প্রতি সমানভাবে বিচার করেন। এখানে মূলত গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য দ্বিরুক্তি করা হয়েছে (ইয়ার ৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। "অন্যায়ের শাস্তি দেবার অধিকার আমারই; যার যা পাওনা আমি তাকে তা-ই দেব" (দ্বি.বি. ৩২:৩৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন), মাবুদ বলেন। *ক্রোধ।* দেখুন জবুর ২:৫; রোমীয় ১:১৮ আয়াতের নোট।

১:৩ ক্রোধে ধীর ... দোষীকে তিনি শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেন না। দেখুন হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াত ও নোট। *দোষী।* যেমনটা ছিল নিনেভের লোকেরা। *ঘূর্ণিবাতাস ... ঝড় ... মেঘ।* ভয়ঙ্কর সব প্রাকৃতির উপাদান যা আল্লাহ্‌র অকল্পনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। দেখুন আইউব ৩৮:১; জবুর ১৮:৭-১৫; ৬৮:৪; ৭৭:১৬-১৯; ১০৪:৩-৪ আয়াতের নোট।

১:৪ সমুদ্রকে ধমক দিয়ে শুকিয়ে ফেলেন। যেমনটা তিনি লোহিত সাগর পার হওয়ার সময় করেছিলেন (হিজ ১৪:১–১৫:১২; এর সাথে দেখুন জবুর ১৮:১৫ আয়াত ও নোট)। *সমস্ত নদীগুলোকে তিনি পানিশূন্য করে দেন।* যেমনটা তিনি জর্ডান নদী পার হওয়ার সময় করেছিলেন (ইউসা ৩:১–৪:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বাশন ... কর্মিল ... লেবানন।* দেখুন জবুর ২২:১২; সোলায়মান ৭:৫; ইশা ২:১৩; ৩৩:৯; ৩৫:২; ইহি ৩৯:১৮; আমোস ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। এই তিনটি স্থান উর্বর ভূমি, আঙ্গুর ক্ষেত ও সবুজ বনের জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র মুখের কথায় তারা শুকিয়ে গিয়েছিল।

১:৫ পর্বত ... পাহাড় ... দুনিয়া ... তার মধ্যে বাসকারী সকলে। এখানে স্থায়িত্ব ও স্থিতি বোঝানো হয়েছে।

১:৬ কে টিকে থাকতে পারে? ... কে সহ্য করতে পারে ...? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা উত্তর লাভের অপেক্ষা করে না। যদিও পর্বত আল্লাহ্‌র সামনে কাঁপতে থাকে (আয়াত ৫), তাহলে মানুষ কী করে ভাববে যে তারা বিপদগ্রস্ত নয়? তুলনা করুন রোমীয় ২:৩-৫; প্রকাশিত ৬:১৭ আয়াত।

১:৭ যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়। যেমন এহুদা।

১:৮ ডুবিয়ে দেওয়া বন্যা। এখানে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর কথা প্রতীকী ভাষায় বলা হয়েছে (দেখুন ইশা ৮:৭-৮; ২৮:১৭-১৯)। **একেবারে মুছে ফেলবেন ... অন্ধকারে।** ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিনেভে নগরীতে এই ধ্বংস নেমে এসেছিল এবং নগরীটি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল।

১:৯ যে কোন ষড়যন্ত্র কর না কেন। দেখুন আয়াত ১১ ও নোট। *তোমরা কাউকে আর কষ্ট দিতে পারবে না।* আল্লাহ্‌ কখনো আশেরীয়দেরকে তাঁর লোকদের উপরে দ্বিতীয়বার বিজয় লাভ করতে দেন নি; প্রথমবার তারা সামেরিয়া (৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং ইসরাইলের উত্তর রাজ্য দখল করেছিল। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ সনহেরীব এহুদা ও জেরুশালেম আক্রমণ করলেও তা পরিপূর্ণ বিজয় লাভ ছিল না; দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৮:১৩–১৯:৩৬ আয়াত)।

১:১০ মদানো রস খেয়ে মাতাল হবে। দেখুন আয়াত ৩:১১ ও নোট।

১:১১ যে মাবুদের বিরুদ্ধে কুমতলব করছে। সম্ভবত আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ আশূরবানিপাল (৬৬৯-৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), আশেরিয়ার সর্বশেষ ক্ষমতাশালী বাদশাহ্‌, যাঁর পশ্চিমা অভিযান সফল হওয়ার কারণে সমস্ত মিসর তাঁর দখলে এসেছিল এবং তিনি বাদশাহ্‌ মানাশাকে পুতুল শাসক করে ইসরাইলে রেখেছিলেন (দেখুন ২ খান্দান ৩৩:১১-১৩ আয়াত দেখুন ও ৩৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন; উযা ৪:৯-১০ আয়াত দেখুন)। *খারাপীর পরামর্শ দিচ্ছে।* তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও পরামর্শ অসার হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যাবে (জবুর ২:১-৪

এহুদার জন্য সুখবর

১২ মাবুদ এই কথা বলেন, পূর্ণশক্তি ও
বহুসংখ্যক হলেও তারা অমনি ছিন্ন হবে এবং
বাদশাহ্ অতীত হবে। হে এহুদা, আমি
তোমাকে নত করেছি, আর নত করবো না।
১৩ এখন আমি তোমার কাঁধ থেকে তার
জোয়াল ভাঙ্গব ও তোমার বন্ধন কেটে
ফেলব।
১৪ আর হে নিনেভে, তোমার বিষয়ে মাবুদ
এই হুকুম করলেন, তোমার নাম বহন করতে
আর কোন লোক থাকবে না, আমি তোমার
দেবালয় থেকে খোদাই-করা ও ছাঁচে ঢালা
মূর্তি ধ্বংস করবো, আমি তোমার কবর
প্রস্তুত করবো, কেননা তুমি জঘন্য।
১৫ দেখ, পর্বতমালার উপরে তারই পা, যে
সুসমাচার নিয়ে আসে, শান্তি ঘোষণা করে;
হে এহুদা, তুমি তোমার ঈদগুলো পালন কর;
তোমার মানতগুলো পূর্ণ কর, কেননা পাষণ্ড
আর তোমার কাছে যাতায়াত করবে না; সে
সর্বতোভাবে উচ্ছিন্ন হল।

[১:১২] ইশা ৫৪:৬-৮; মাতম ৩:৩১-৩২।
[১:১৩] আইউ ১২:১৮; জবুর ১০৭:১৪।
[১:১৪] ইশা ১৪:২২।
[১:১৫] ইশা ৪০:৯; রোমীয় ১০:১৫।
[২:১] ইয়ার ৫১:২০।
[২:২] ইশা ৬০:১৫।
[২:৩] ইহি ২৩:১৪-১৫।
[২:৪] ইয়ার ৪:১৩; ইহি ২৩:২৪।
[২:৫] ইয়ার ৪৬:১২।
[২:৬] ইশা ৪৫:১; নাহূম ৩:১৩।

নিনেভের অবরোধ ও পতন

২ ১ খণ্ডবিখণ্ডকারী তোমার বিরুদ্ধে উঠে
এসেছে; তুমি দুর্গ রক্ষা কর, পথে
প্রহরীর কাজ কর, কোমর কষে বাঁধ,
নিজেকে খুব শক্তিশালী কর। ২ কারণ মাবুদ
ইসরাইলের জাঁকজমকের মত ইয়াকুবের
জাঁকজমককে পুনরায় সতেজ করতে উদ্যত;
কারণ ধ্বংসকারীরা তাদেরকে ধ্বংস করেছে
ও তাদের আঙ্গুরলতাগুলো বিনষ্ট করেছে।
৩ ওর বীরদের ঢাল রক্তাক্ত, যোদ্ধারা লাল
রংয়ের কাপড় পরিহিত, ওর আয়োজন-দিনে
রথগুলো ঝলসে ওঠে ও বর্শাগুলো চালিত
হয়। ৪ পথে পথে রথগুলো উন্মত্তের মত
চলে, প্রশস্ত চকে দৌড়াতে দৌড়াতে
পরস্পর আঘাত করে; তাদের আভা
মশালের মত, তারা বিদ্যুতের মত ধাবমান
হয়।
৫ বাদশাহ্ তাঁর কুলীনবর্গকে স্মরণ করেন,
তারা যাবার সময় হোঁচট খায়, প্রাচীরের
দিকে দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে, অবরোধ-যন্ত্র
স্থাপন করা হয়েছে। ৬ নদীর দ্বারগুলো খুলে

আয়াত দেখুন)।

১:১২ তাদের। অর্থাৎ আশেরীয়দের। *আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি।* আল্লাহ্ আশেরিয়াকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর বিচারের শাস্তি দানের উপকরণ হিসেবে, যা তিনি বাদশাহ্ আহসের সময়ে তাঁর নিয়ম ভঙ্গকারী লোকদেরকে শস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন (ইশা ১০:৫ আয়াত দেখুন) এবং আবারও বাদশাহ্ মানাশার সময়ে ব্যবহার করেছিলেন।

১:১৩ দেখুন ইয়ার ২৭:২ আয়াত ও নোট। *আমি ... তাদের জোয়াল ভেঙ্গে দেব।* এহুদা ছিল আশেরিয়ার বাহন; এ কারণে আশেরিয়ার জোয়াল ভেঙ্গে দেওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল।

১:১৪ আমি তোমার কবর প্রস্তুত করবো। ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে আল্লাহ্ ব্যাবিলনীয় ও মাদীয়দের ব্যবহার করেছিলেন নিনেভের কবর প্রস্তুত করার জন্য। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে জানতে দেখুন ইহি ৩২:২২-২৩ আয়াত।

১:১৫ পাহাড় পর্বত। এহুদার পাহাড় পর্বতের কথা বলা হয়েছে। *যে লোক সুখবর নিয়ে আসে ... তার পা।* এই আয়াতে একটি বিশেষ নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা নাজাতের তথা উদ্ধারের একাধিক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে আশেরীয়দের হুমকি থেকে উদ্ধার লাভের সুখবরের কথা বলা হয়েছে; ইশা ৫২:৭ আয়াতে ব্যাবিলনীয়দের বন্দীদশা; রোমীয় ১০:১৫ আয়াতে প্রভু ঈসা মসীহের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে গুনাহ্ থেকে উদ্ধার বোঝানো হয়েছে। *তোমার ঈদগুলো পালন কর।* তোমার উদ্ধারের আনন্দে। *মানত সব পূর্ণ কর।* যা তোমরা দুর্দশার সময় উচ্চারণ করেছিলে (জবুর ৭:১৭; ৫০:১৪; ইউনুস ২:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *দুষ্টেরা আর তোমাকে আক্রমণ করবে না।* বাদশাহ্ মানাশার আমলেই আশেরীয়রা শেষ বারের মত আক্রমণ করে (আয়াত ১২ ও নোট দেখুন)। *দুষ্টেরা।* দ্বি.বি. ১৩:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হবে। নিনেভে ৬১২ সালে পতিত হওয়ার পর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছিল (দেখুন আয়াত ১৪ ও নোট)।

২:১ আক্রমণকারী। এখানে সম্রাট সাইয়াক্সারেস এর অধীনে মাদীয় বাহিনী এবং সম্রাট নবোপলেষারের অধীনে ব্যাবিলনীয় বাহিনীর মিত্রবাহিনীর কথা বোঝানো হয়েছে। *দুর্গের উপরে তোমার সৈন্য সাজাও ... তোমার সৈন্যদল প্রস্তুত রাখ।* সম্ভবত পরিহাসের ভঙ্গিতে এই কথাটি বলা হয়েছে। *রাস্তা।* যে পথ দিয়ে দুশমনেরা আসবে।

২:২ ইয়াকুবের ... ইসরাইলের আগের জাঁকজমক ফিরিয়ে দেবেন। জাতিটি আবার তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

২:৩ যোদ্ধা। যারা আক্রমণ করতে এসেছে সেই সৈন্যরা (আয়াত ১), কিংবা নিনেভের সৈন্যরা। *লাল।* হতে পারে (১) তাদের বর্মের রং, (২) তাদের শরীরে লেগে থাকা রক্তে কথা বোঝানো হয়েছে, কিংবা (৩) তাদের শরীরে পরিহিত যুদ্ধের সাজের উপরে সূর্যের আলোর প্রতিফলন বোঝানো হয়েছে। *লোহা ঝক্‌মক করছে।* সেগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

২:৪ সব রথ ... ঝড়ের মত চলছে। হতে পারে এখানে (১) আশেরীয়দের যুদ্ধে রথের কথা বলা হয়েছে কিংবা (২) নিনেভের আক্রমণকারীদের ঘোড়ার রথের কথা বলা হয়েছে।

২:৫ বাদশাহ্। অর্থাৎ আশেরিয়ার বাদশাহ্। *শহরের দেয়াল।* নিনেভের দেয়ালের কাছে পৌঁছুতে হলে আগে ১৫০ ফুট দীর্ঘ একটি পরিখা পার হতে হত, যা প্রায় ৮ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল এবং পুরো নগরীর মোট ১৫টি তোরণদ্বার ছিল। *তারা দেয়াল ভাংগার যন্ত্র বসাচ্ছে।* যা দিয়ে খুব শক্তিশালী দেয়ালও ভেঙ্গে ফেলা যেত।

২:৬ নদীর দ্বার। সম্ভবত খোশর নদীর উপরে নির্মিত বাঁধের দ্বারটির কথা বলা হয়েছে, যে নদীটি নিনেভে নগরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টাইগ্রিস নদীতে গিয়ে মিশেছে। হয়তোবা এই বাঁধ আগে থেকেই নির্মিত ছিল কিংবা শত্রু সৈন্যরা তা নির্মাণ করেছে যেন পানি আটকে রাখা যায় এবং হঠাৎ করে সেই পানি ছেড়ে দিয়ে নগরীর প্রাচীরের ক্ষতি সাধন করা যায়। *রাজবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।* একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক (ব্যাবিলনীয়

গেল; প্রাসাদ বিলীন হল। ৭ হ্যাঁ, এটি নিরূপিত; নিনেভে বিবস্ত্রা হয়েছে, নীতা হচ্ছে ও তার বাঁদীরা কবুতরের ধ্বনির মত শোকধ্বনি করছে, বক্ষঃস্থলে করাঘাত করছে, নিনেভে তো জন্ম থেকে পানিতে পূর্ণ পুষ্করিণীস্বরূপা, কিন্তু সকলে পালিয়ে যাচ্ছে; ৮ দাঁড়াও, দাঁড়াও বললেও কেউ মুখ ফিরায় না। ৯ তোমরা রূপা লুট কর, সোনা লুট কর! সেই স্থানে মূল্যবান ধন-সম্পদ অফুরন্ত! সেখানে সব রকম ধন-রত্নের প্রাচুর্য আছে! ১০ সে শূন্য, শূন্যীকৃত ও উৎসন্ন হয়েছে! আর হৃদয় গলে গেছে ও হাঁটুতে কাঁপন ধরেছে এবং কারও কোমরে শক্তি নেই ও প্রত্যেক মানুষের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

১১ কোথায় সেই সিংহদের গহ্বর, যুবা কেশরীদের সেই ভোজনস্থান, যে স্থানে সিংহ, সিংহী ও সিংহের বাচ্চা ঘুরে বেড়াত, ভয় দেখাবার কেউ ছিল না? ১২ সিংহ তার বাচ্চাগুলোর জন্য যথেষ্ট পশু মারত, তার সিংহীদের জন্য অনেকের গলা চেপে মারত, তার গুহাগুলো শিকারের পশু ও গহ্বরগুলো বিদীর্ণ পশু দিয়ে পরিপূর্ণ করতো।

১৩ দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, এই কথা

[২:৭] পয়দা ৮:৮; ইশা ৫৯:১১।
[২:১০] ইউসা ২:১১; ৭:৫।
[২:১১] ইশা ৫:২৯।
[২:১২] ইয়ার ৫১:৩৪।
[২:১৩] ইশা ১০:৫-১৩; ইয়ার ২১:১৩; নাহূম ৩:৫।
[২:১৩] ২শামু ২:২৬।
[৩:১] ইহি ২২:২; মীখা ৩:১০।
[৩:৩] ২বাদশা ১৯:৩৫; ইশা ৩৪:৩; ইয়ার ৪৭:৩।
[৩:৪] ইশা ২৩:১৭; ইহি ১৬:২৫-২৯।
[৩:৫] ইশা ২০:৪; ইয়ার ১৩:২২।

বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, আমি তোমার রথগুলো পুড়িয়ে দিয়ে ধোঁয়ায় লীন করবো এবং তলোয়ার তোমার যুবা কেশরীদেরকে গ্রাস করবে; হ্যাঁ, আমি দুনিয়া থেকে তোমার লুণ্ঠিত দ্রব্য মুছে ফেলব; এবং তোমার দূতদের স্বর আর শুনা যাবে না।

নিনেভের উপর বিচারদণ্ড

৩ ১ ধিক্ ঐ রক্তপাতী নগরকে। সে একেবারে মিথ্যায় ও জোর-জুলুমে পরিপূর্ণ; লুট পরিত্যাগ করে না। ২ কশার আওয়াজ; ঘূর্ণায়মান চাকার আওয়াজ; ধাব-মান ঘোড়া ও লম্ফমান রথ; ৩ ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা, চাক্‌চিক্যময় তলোয়ার, চক্‌চকে বর্শা; নিহতদের রাশি ও মৃত দেহের স্তূপ, লাশগুলোর শেষ নেই, ওদের লাশের উপরে লোকে হোঁচট খায়। ৪ এর কারণ হল সেই পরমাসুন্দরী পতিতার অনেক পতিতাবৃত্তি; সেই প্রধান জাদুকারিণী তার পতিতাবৃত্তিতে জাতিদেরকে ও তার মায়াতে গোষ্ঠীগুলোকে বিক্রি করে।

৫ বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, আমি তোমার কাপড় তুলে তোমার মুখের উপরে টেনে দেব;

খান্দাননামার রচয়িতা) একটি বন্যার কথা বলেছেন যা নগরীর দেয়ালের কিছু কিছু অংশ ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যার ফলে আক্রমণকারী সহজে নগরের ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছিল।

২:৭ বাঁদীরা। সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে নিচু স্তরের মানুষগুলোও এই বিচার থেকে রেহাই পাবে না।

২:৮ বাঁধ-ভাংগা পুকুরের মত যার পানি বের হয়ে যাচ্ছে। অনেকে মনে করেন এখানে টাইগ্রিস ও তার শাখা নদীগুলোর কথা বলা হচ্ছে যেগুলো নগরীর চার পাশ দিয়ে ও মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল এবং সেগুলো পরিখা হিসেবেও কাজ করতো, যা নগরীটিতে প্রবেশ করার আরও কঠিন করে তুলেছিল। অন্যান্যরা এই কথাটি আরও আক্ষরিকভাবে নিয়ে থাকেন এবং তারা মনে করেন এখানে নিনেভের লোকদের পালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, যেভাবে পাড় ভাঙ্গা পুকুর থেকে পানি বের হয়ে যায়।

২:৯ আক্রান্তদের আর্তনাদ।

২:১০ লুট করা হচ্ছে, খালি করা হচ্ছে ও ধ্বংস করা হচ্ছে। ব্যাবিলনীয় খান্দাননামা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আক্রমণকারী প্রচুর পরিমাণে সম্পদ লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। **দিল গলে গেছে।** ক্ষমতাশালী ও অপ্রতিরোধ নিনেভেবাসীরা এখন আতঙ্কে অসহায় হয়ে পড়েছে।

২:১১-১৩ নবী নাহূম এখানে পরিহাসের ভঙ্গিতে নিনেভে নগরীর আগের গৌরবময় অবস্থা এবং এখনকার এই ভগ্ন চূর্ণ অবস্থার কথা তুলনা করেছেন।

২:১১ সিংহ ও সিংহী। দেখুন ইশা ৫:২৯; ইয়ার ৪:৭ আয়াত। আশেরিয়ার সাথে তুলনা করার জন্য সিংহ অত্যন্ত উপযোগী একটি প্রতীক, যা আশেরিয়ার রাজবংশের ধরন ও নিনেভে নগরীতে পাওয়া অগুনতি সিংহের ভাস্কর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২:১২ পশু দিয়ে তার বাসস্থান আর ... তার গর্ত ভরত। নিনেভে নগরী বহু দেশ থেকে যুদ্ধ জয় করে নিয়ে আসা লুট দ্রব্য দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছিল।

২:১৩ পুড়িয়ে ফেলব। নিনেভের পতন হবে এক বেহেশতী বিচার সাধন। নিনেভেকে বিচারে দাঁড় করানো হয়েছে, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তার শাস্তি হিসেবে ধ্বংস সাধন করা হয়েছে। *গলার আওয়াজ আর শোনা যাবে না।* ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি এই প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণতা লাভ করেছে।

৩:১-৩ যোয়েল ২:৩-১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১ রক্তপাতের শহর। নিনেভে নগরী তার বিজিত জাতির মানুষদের রক্তপাত করার জন্য দায়ী ছিল, যা প্রত্যেকেরই জানা।

সব সময় মানুষ-শিকার চলছে। আশেরীয় জাতি তাদের নৃশংসতা, বর্বরতা ও ভয়ঙ্কর সব কাজের জন্য কুখ্যাত ছিল। তাদের হাতে আক্রান্ত অনেক মানুষকেই শিরোচ্ছেদ করে, শূলে চড়িয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে মারা হত।

৩:৩ লাশের ঢিবি। আশেরীয় বাদশাহ্ তৃতীয় শালমানেসার একটি শত্রু নগরীর সামনে মাথা কেটে ফেলা মৃতদেহের একটি পিরামিড তৈরি করেছিলেন। অন্যান্য আশেরীয় বাদশাহরাও পরাজিত নগরীর তোরণদ্বারের সামনে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখতেন। নবী নাহূমের বর্ণনার সাথে আশেরীয়দের নিষ্ঠুরতার পুরোপুরি মিল রয়েছে।

৩:৪ পতিতা ... পতিতাবৃত্তি। নিনেভের বিলাস বহুল জীবন যাপন এবং সম্পদের কারণে বহু মানুষ এখানে আসতো, কিন্তু তার আরেকটি অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল পেশাদার পতিতাদের সমারোহ। *জাদুর কর্ত্রী ... জাদুবিদ্যা।* পৌত্তলিকদের আচার অনুষ্ঠান (দেখুন দ্বি.বি. ১৮:১০ আয়াত ও ১৮:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৫ মুখের উপর টেনে দেব। পতিতা ও জেনাকারী নারীদের

জাতিদেরকে, তোমার উলঙ্গতা ও নানা রাজ্যের লোকদেরকে তোমার লজ্জা দেখাব। ৬ আমি তোমার উপরে জঘন্যাল নিক্ষেপ করে তোমাকে ঘৃণার বস্তু করবো ও হাসির পাত্র বলে স্থাপন করবো। ৭ তাই যে কেউ তোমাকে দেখবে, সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, আর বলবে, নিনেভে উৎসন্ন হল, তার বিষয়ে কে মাতম করবে? আমি কোথায় গিয়ে তোমার জন্য সান্ত্বনাকারীদের খোঁজ করবো?

৮ তুমি কি থিব্‌সের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? সে তো নদীগুলোর পারে সুখে আসীন ও তার চারদিকে ঘিরে ছিল পানি; জলরাশি ছিল তার পরিখা, সমুদ্র তার প্রাচীর ছিল। ৯ ইথিওপিয়া ও মিসর তার বলস্বরূপ, তা অসীম; পুট ও লিবীয়রা তার সহকারী ছিল। ১০ তবুও সেও নির্বাসিতা হল, বন্দীদশার দেশে গেল, তার শিশুদেরকেও সকল পথের মাথায় আছাড় মেরে খণ্ড খণ্ড করা হল; দুশমনরা তার সম্মানিত পুরুষদের জন্য গুলিবাঁট করলো এবং তার পদস্থ লোকদের শিকল দিয়ে বাঁধা হল।

১১ তুমিও মাতাল হবে, লুকিয়ে থাকবে; তুমিও দুশমনের ভয়ের কারণে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করবে। ১২ তোমার দৃঢ় দুর্গগুলো প্রথমে পাকা ফলবিশিষ্ট ডুমুর গাছের মত হবে; সঞ্চালিত হলে তার ফল ভক্ষকের মুখে পড়ে। ১৩ দেখ, তোমার মধ্যস্থিত লোকেরা স্ত্রীলোক; তোমার দেশের তোরণদ্বারগুলো দুশমনদের জন্য খোলা হয়েছে, আগুন তোমার অর্গলগুলো গ্রাস করেছে। ১৪ তুমি অবরোধ সময়ের জন্য পানি তুলে রাখ, তোমার দুর্গগুলো দৃঢ় কর, ইটখোলাতে যাও, কাদা ছান, ইটের পাঁজা সাজাও।

১৫ সেখানে আগুন তোমাকে গ্রাস করবে; তলোয়ার তোমাকে কেটে ফেলবে, তা পতঙ্গের মত তোমাকে খেয়ে ফেলবে; ১৬ তুমি পতঙ্গের মত বড় ঝাঁক হও। তুমি আসমানের তারা হতেও তোমার বণিকদের বৃদ্ধি করেছ; পতঙ্গ ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। ১৭ তোমার মুকুটপরিহিতরা পঙ্গপালের মত; তোমার সেনাপতিরা অগণিত ফড়িংয়ের মত; ফড়িং তো শীতের দিনে বেড়াতে আশ্রয় নেয়, কিন্তু সূর্যোদয় হলে উড়ে যায়; কোন স্থানে যায়, তা জানা যায় না।

১৮ হে আশেরিয়ার বাদশাহ্, তোমার পালরক্ষকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তোমার কুলীনেরা বিশ্রাম করছে, তোমার লোকেরা

[৩:৬] হিজ ২৯:১৪; আইউ ৯:৩১।
[৩:৭] ইশা ১৩:১৪; ৩১:৯।
[৩:৮] আমোষ ৬:২।
[৩:৮] ইশা ১৯:৬-৯।
[৩:৯] পয়দা ১০:৬; ২খান্দান ১২:৩।
[৩:১০] ২বাদশা ৮:১২; ইশা ১৩:১৬; হোশেয় ১৩:১৬।
[৩:১১] ইশা ২:১০।
[৩:১৩] ইশা ৪৫:২।
[৩:১৪] ২খান্দান ৩২:৪।
[৩:১৫] ২শামু ২:২৬।
[৩:১৬] হিজ ১০:১৩।
[৩:১৭] ইয়ার ৫১:২৭।
[৩:১৮] জবুর ৭৬:৫-৬; ইয়ার ২৫:২৭।

জন্য প্রচলিত সাধারণ একটি শাস্তি (ইশা ৪৭:৩; ইয়ার ১৩:২২; হোসিয়া ২:৩, ১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:৭ কে ...? কোথায় ...? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা উত্তর দাবী করে না। নিনেভে কোন ধরনের সান্ত্বনা পাবে না।

৩:৮ থিব্‌স। হিব্রু ভাষায় নো আমোন, যার অর্থ "আমুন দেবতার শহর।" থিব্‌স ছিল মিসরের উত্তর অংশের রাজধানী। এই স্থানটির উপরে আজ অবস্থিত রয়েছে লুক্সর ও কার্নাক নগরী। ৬৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয়রা এই নগরীটি ধ্বংস করে দেয়।

৩:৯ পুট ও লিবিয়া। সম্ভবত এভাবে বললে আরও স্পষ্ট হয়: "পুট, তথা লিবিয়া"; দেখুন পয়দা ১০:৬; ইহি ২৭:১০; ৩০:৫ আয়াত ও নোট।

৩:১০ তার শিশুদের আছাড় মারা হয়েছিল। দেখুন জবুর ১৩৭:৯; ইশা ১৩:১৬; হোসিয়া ১৩:১৬ আয়াত ও নোট। *তার গণ্যমান্য লোকদের ... শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।* আশেরীয় বাদশাহ্ প্রায়শই এই কাজটি করতেন; উদাহরণস্বরূপ বাদশাহ্ আশূরবানিপাল তার বন্দী করা কিছু কিছু শাসকদের ক্ষেত্রে এমনটা করেছেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন: "আমি তার গলায় কুকুরের গলাবন্ধনী পরিয়েছি এবং নিনেভের পূর্ব দ্বারে তার থাকার জন্য একটি কুকুরের থাকার ঘর তৈরি করে দিয়েছি" (ব্যাবিলনীয় খান্দাননামা দেখুন)।

৩:১১ তুমিও মাতাল হয়ে ঢলে পড়বে। সম্ভবত আল্লাহ্‌র গজবের পাত্রে পান করার কারণে (দেখুন ইশা ৫১:১৭; ইয়ার ২৫:১৫; ইহি ২৩:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১২ পাকা ফলে ভরা ডুমুর গাছের মত। এখানে প্রতীকী অর্থে বোঝানো হচ্ছে যারা নিনেভে নগরী আক্রমণ করেছে তারা প্রত্যেকেই তার সমস্ত সম্পদ লুটে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

৩:১৩ তোমার সৈন্যেরা তো সবাই স্ত্রীলোকের মত। তারা আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে প্রতিহত করতে একেবারেই অপারগ।

৩:১৪ পানি তুলে রাখ। যা সাধারণত কোন নগরী অবরুদ্ধ হলে প্রস্তুতি হিসেবে করে রাখা হত। *তোমার কেল্লাগুলো শক্তিশালী কর।* পরিহাসের ছলে এই কথাটি বলা হয়েছে, যদিও এই উদ্যোগ একেবারেই নিষ্ফল (২:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১৫ সেখানে। অর্থাৎ নিনেভের শক্তিশালী দুর্গের ভেতরে। *আগুন তোমাকে গ্রাস করবে।* ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আশেরিয়ার বাদশাহ্ তাঁর প্রাসাদের মধ্যেই আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন।

৩:১৬ তোমার ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ... আসমানের তারার চেয়েও বেশি। এখানে আশেরিয়ার বহুবিধ ও বহুল বিস্তৃত ব্যবসা ও বাণিজ্য উদ্যোগের কথা বলা হচ্ছে।

৩:১৭ পঙ্গপালের ঝাঁকের মত। যাদের দেখে প্রাচীনকালে মধ্য প্রাচ্যের কৃষকেরা আতঙ্কিত হয়, কারণ এরা প্রচুর পরিমাণে ঝাঁক বেধে আসে এবং সামনে যে ধরনেরই উদ্ভিদ থাক না কেন তা খেয়ে নিঃশেষ করে চলে যায়। পঙ্গপালের এই বৈশিষ্ট্যের সাথে নিনেভের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সৈন্যবাহিনী সকলেরই কার্যক্রমের মিল রয়েছে। কোথায় যায় কেউ জানে না। এভাবেই নিনেভের কর্মচারীরা কোন হদিশ না রেখে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বহু শতাব্দী ধরে কেউ জানতোই না নিনেভে নগরীর ধ্বংসস্তূপ কোথায় সমাধিস্থ অবস্থায় রয়েছে। অবশেষে ১৮৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেন (সফনিয় ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১৮ বাদশাহ্। নিনেভের পতনের সময় যে বাদশাহ্ ক্ষমতায়

পর্বতমালার উপরে ছিন্নভিন্ন রয়েছে, তাদেরকে সংগ্রহ করার কেউ নেই; [১৯] তোমার আঘাতের প্রতিকার নেই; তোমার	[৩:১৯] ইয়ার ৩০:১৩; মীখা ১:৯।	ক্ষত সাংঘাতিক; যারা তোমার বার্তা শুনবে, তারা তোমার কথায় হাততালি দেবে; কেননা তোমার নিষ্ঠুরতা কে না ভোগ করেছে?

ছিলেন তাঁর নাম ছিল শিন-শার-ইশকান, সে কারণে এই কথাগুলো তাঁকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে। *নেতারা।* এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির অর্থ মেষপালক (ইয়ার ২:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ঘুমাচ্ছে।* প্রকৃতপক্ষে মারা গেছে। লোকেরা পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নিনেভে নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তার অধিবাসীরা পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, যা পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে খুব পরিচিত একটি দৃশ্য।

৩:১৯ তোমার আঘাত সাংঘাতিক। নিনেভে নগরী এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, কোনভাবেই আর তা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না এবং মাত্র কয়েক শ' বছরের মধ্যেই নগরীটি বাতাসে বয়ে আনা ধুলা ও মরু বালুতে একেবারে ঢেকে গিয়েছিল। এ কারণে যা এক সময় ছিল মহানগরী (ইউনুস ১:২; ৩:২; ৪:১১; ইউনুস ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন) তা ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি – এর সবই নবী নাহূমের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কথিত কালামের পূর্ণতা হিসেবে সাধিত হয়েছিল। *তোমার অশেষ নিষ্ঠুরতা।* কিন্তু এখন তুমি নিজেই চিরতরে বিনষ্ট হলে।

হযরত নাহূম

হযরত নাহূম ৬৬৩-৬১২ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত এহুদাতে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	সেই সময়ে বাদশাহ্ মানশা শাসন করেছিলেন, যিনি এহুদার সবচেয়ে খারাপ বাদশাহ্‌দের একজন। তিনি প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে অপবিত্র করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র লোকদের উপর নিপিড়ন করেছিলেন। তখনকার সময়ের বিশ্ব শক্তি আশেরীয়া এহুদাকে তাদের অধীনস্ত রাজ্যে পরিণত করেছিল। এহুদার লোকরা আশেরীয়দের মত হতে চেয়েছিল, যে সকল ক্ষমতা এবং সম্পদ যা তারা চেয়েছিল মনে হয়েছিল তাদের কাছে তা আছে।
মূল বার্তা	শক্তিশালী আশেরীয় সাম্রাজ্য যা আল্লাহ্ লোকদের নিপিড়ন করেছিল তা দ্রুত গড়াগড়ি খাবে।
বার্তার গুরুত্ব	যারা অন্যদের খারাপ করে এবং নিপিড়ন করে তাদের একটি তিক্ত সমাপ্তি আসবে।
সমসাময়িক নবীগণ	সফনিয় (৬৪০-৬২১ খ্রীঃপূঃ)